দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 15 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

৮ বছরেও সিলেট শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব অফিস হয়নি

॥ সিলেট অফিস ॥

৮ বছরেও সিলেট শিক্ষা বোর্ডের কোন নিজস্ব অফিস তৈরি হয়নি। এ অফিসের কার্যক্রম চলছে নগরীর উপশহরের একটি ভাড়া করা বাড়িতে। ইতিমধ্যে ঠিকানা বদল হয়েছে দুইবার। বাড়ি ভাড়া বাবদ কোটি টাকা খরচও হয়েছে। ১৯৯৯ সনের জুন মাসে সিলেট শিক্ষা বোর্ডের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু নিজস্ব ভূমিতে অফিস তৈরি করতে সিলেট শিক্ষা বোর্ডের ৮ বছর পেরিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বাড়ি ভাড়া বাবদ সিলেট শিক্ষা বোর্ডকে প্রতি মাসে ৭৫ হাজার টাকা গুনতে হয়।

নগরীর উপশহরের ডি ব্লকের ৩৩ নং সড়কের ৬ নং বাড়ীটিকে ভাড়া নিয়ে কাজ শুরু করে সিলেট শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ। প্রায় ৫ বছর পর অর্থাৎ ২০০৪ সালে ৬ একর জায়গা ক্রয়ের জন্য গৃহায়ন ও পূর্ত মন্ত্রণালয় প্রায় ৩১ লাখ টাকা বরাদ্দ করে। কিন্তু ২০০৫ সালে মন্ত্রণালয় থেকে গোটাটিকর মৌজার আলমপুরের ৩ একর জায়গা লিজ দলিলের মাধ্যমে ৯৯ বছরের জন্য শিক্ষা বোর্ডকে বুঝিয়ে দেয়। ভূমির মূল্য নির্ধারণ করা হয় ১৫ লাখ ৪৪ হাজার ৭শ ১৫ টাকা। এসময় বোর্ডের পক্ষ থেকে বাকী টাকা ফেরত চেয়ে সিলেট গণপূর্ত বিভাগকে পত্র দেয়।

পরে বোর্ড কমিটির সভায় টাকা ফেরত নয়, অবশিষ্ট ভূমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে চলতি বছরের ২৮ আগষ্ট গণপূর্ত বিভাগের কাছে আরেকটি পত্র প্রেরণ করা হয়। এ ব্যাপারে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলেছেন, আমরা চাই একটি পূর্ণাঙ্গ কমপ্লেক্স, যেখানে প্রশাসনিক ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার, বোর্ড স্কুল, খেলার মাঠসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থাকবে। ৩ একর ভূমিতে তা সম্ভব নয়। তাই বোর্ড কমিটি পুরো ৬ একর ভূমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

এব্যাপারে গণপূর্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী বলেছেন, বিষয়টি পুরোপুরি মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত। মন্ত্রণালয়ের চিঠি পেয়েই তারা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে ৩ একর জমি বুঝিয়ে দিয়েছেন। বোর্ডের পক্ষে টাকা ফেরত চেয়ে পত্র দিলে গত ২০০৬ সালের ২০ মার্চ ও ঐ বছর ১৪ জুন ২টি পৃথক চিঠিতে বিষয়টি গৃহায়ন ও পূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করা হয়।

সূত্র জানায়, গত বছরের শেষদিকে ৯ তলা বিশিষ্ট একটি ভবন নির্মাণের জন্য একটি প্রস্তাব তৈরি করেছে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর। এ প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে ৫ কোটি ৪১ লাখ ৮০ হাজার টাকা। এদিকে জোট সরকারের শেষদিকে তৎকালীন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান শহরতলীর আলমপুরে শিক্ষা বোর্ড ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু বোর্ডের নিজস্ব ফান্ডে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ না থাকায় আপাতত ৪ তলা ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় বোর্ড কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ১৩ মাস পরও নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি। সূত্র জানায়, প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হচ্ছে না। গত ২৬ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভায় দ্রুতগতিতে ভবন নির্মাণ কাজ শুরুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।